# তাহসিফ হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দীপের ৪ দিনের রিমান্ড



ছবি: সংগৃহীত

বিমানবাহিনীর সাবেক ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট কে এম তাহসিফ সাউরির মৃত্যুর ঘটনায় করা হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার আহমেদ শাহরিয়ার রেজা দীপকে চার দিনের রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি দিয়েছেন আদালত। শনিবার (৩১ অক্টোবর) বিকেলে শুনানি শেষে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট হাসিব উল্লাহ পিয়াস এ আদেশ দেন।

এর আগে বেলা সোয়া ২টার দিকে দীপকে আদালতে হাজির করা হয়। মামলার তদন্তের স্বার্থে নৌ পুলিশের টঙ্গী ফাঁড়ির পরিদর্শক ফিরোজ উদ্দিন তাঁকে সাত দিনের রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন করেন। শুনানিতে রাষ্ট্রপক্ষে অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর আজিজুল হক দিদার রিমান্ডের পক্ষে যুক্তি দেন। পরে আদালত চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

রিমান্ড আবেদনে বলা হয়, তাহসিফ তুরাগ থানার ১৮ নম্বর সেক্টরের একটি ফ্ল্যাটে থাকতেন। গত ২৭ অক্টোবর সন্ধ্যা ৬টার দিকে দীপ তাঁকে বাসা থেকে ডেকে নিয়ে যান। এরপর থেকে তাঁর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না।

পরদিন বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এর মাধ্যমে পুলিশ খবর পায়, উত্তরখান থানার রাজাবাড়ী ঘাটসংলগ্ন তুরাগ নদে একটি অজ্ঞাতপরিচয় মরদেহ ভাসছে। পরে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে। সুরতহালের সময় ট্রাউজারের পকেটে থাকা আইফোনের সূত্র ধরে তাঁর পরিচয় শনাক্ত করা হয়।

আবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়, তথ্যপ্রযুক্তি ও গোপন তথ্যের ভিত্তিতে তদন্তে জানা গেছে, ঘটনার দিন তাহসিফকে নিয়ে টঙ্গী পশ্চিম থানার মাজার বস্তি এলাকায় গিয়েছিলেন দীপ। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি তাহসিফকে নিজের সিনিয়র বড় ভাই হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। তদন্তকারীদের দাবি, হত্যাকাণ্ডে দীপের সরাসরি সম্পৃক্ততার প্রাথমিক প্রমাণ পাওয়া গেছে।

রিমান্ড আবেদনে হত্যার কারণ উদ্ঘাটন, জড়িত অন্যদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তার, হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত আলামত উদ্ধার, তাহসিফের মোটরসাইকেল খুঁজে বের করা এবং হত্যার ঘটনাস্থল শনাক্ত করার কথা বলা হয়েছে। তদন্তে বিঘ্ন এড়াতেও তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ প্রয়োজন বলে আবেদনে উল্লেখ করা হয়।

গত ২৭ অক্টোবর সন্ধ্যায় বন্ধু দীপের ডাকে বাসা থেকে বের হওয়ার পর নিখোঁজ হন তাহসিফ। পরদিন বিকেলে তুরাগ নদের রাজাবাড়ী ঘাট এলাকা থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে নৌ পুলিশ।

এ ঘটনায় তাহসিফের বাবা কে এম এনায়েতুল করিম শুক্রবার রাত ১টা ৫ মিনিটে উত্তরখান থানায় অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের আসামি করে হত্যা মামলা করেন। পরে দীপকে এ মামলায় সন্দিগ্ধ আসামি হিসেবে গ্রেপ্তার দেখানো হয়।